বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
অষ্টবিংশতিতম খ- বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৭

বিশ্ব জনসংখ্যায় দ্র-ত বর্ধনশীল প্রবীণ জনগোষ্ঠী : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

এবিএম শামসুল ইসলাম*

১। পটভূমি

বিশ্বের অনেক দেশই বিগত কয়েক দশক যাবৎ জন্ম ও মৃত্যুর হারে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে মানুষের জন্ম ও মৃত্যু হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। গুটি বসন্ড়, কলেরা ও যক্ষা ইত্যাদির মতো ঘাতক ব্যাধিসমূহের প্রশমনের মাধ্যমে মৃত্যু-হার হ্রাস পাচ্ছে। আবার অন্যদিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে মোট প্রজনন-হারও হ্রাস পাচ্ছে। এ সব বিষয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সফলতার ফসল। মৃত্যু-হারের অধোগতি একদিকে যেমন বার্ধক্য জীবনকে প্রলম্বিত করছে, তেমনি অন্যদিকে প্রবীণ (৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব) লোকের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে উলেণ্টখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ মানুষের গড় জীবন প্রত্যাশা (life expectancy) দীর্ঘায়িত হচ্ছে (ইসলাম ২০০০)। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বে ২০০৫ সালে ৬০ বছর বয়স্ক একজন প্রবীণ লোকের আরও বেঁচে থাকার গড় জীবন প্রত্যাশা যেখানে ছিল ১৯ বছর, ২০৫০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২২ বছরে। অর্থাৎ এ সময়ের ব্যবধানে ৬০ বছর বয়স্ক একজন প্রবীণ লোকের আরও বেঁচে থাকার গড় জীবন প্রত্যাশা ৩ বছর বেড়ে যাবে। অনুরূপভাবে, স্বল্পোন্নত দেশসমূহে ২০০৫ সালে ৬০ বছর বয়স্ক একজন পুর-ষ প্রবীণের আরও বেঁচে থাকার জীবন প্রত্যাশা ছিল ১৫ বছর এবং ঐ একই বয়সের একজন মহিলা প্রবীণের আরও বেঁচে থাকার গড় জীবন প্রত্যাশা ছিল ১৭ বছর। কিন্তু ২০৫০ সালের দিকে বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহে ৬০ বছর বয়স্ক একজন প্রবীণ লোকের আরও বেঁচে থাকার গড় জীবন প্রত্যাশা দাঁড়াবে ২০ বছরে, অর্থাৎ তাদের গড় প্রত্যাশিত আয়ু যথাক্রমে আরও ৩ থেকে ৫ বছর পর্যন্ড় বেড়ে যাবে (HelpAge International, undated)।

বস্তুত বিশ্বে যেভাবে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হারের সাথে সাথে তাদের গড় জীবন প্রত্যাশাও দীর্ঘায়িত হচ্ছে, তা পরিস্কারভাবেই এ ইঙ্গিত বহন করছে যে, প্রবীণদের প্রতি করণীয় হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে। তাদেরকে অবহেলিত অবস্থায় রেখে সমাজ তথা দেশ বা বিশ্বের উন্নয়নের চিন্ড়া করা একটি অবাস্ড়ব ব্যাপার। প্রবীণদের অবশ্যই উন্নয়নের অংশীদার করতে হবে। তাদের বার্ধক্য জীবনকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে কিভাবে সমস্যামুক্ত করা যায়,সে বিষয়ে সক্রিয়ভাবে ভাবতে হবে। এখানে উলেণ্টখ্য যে, একটি সমাজ বা দেশের উন্নয়ন হচ্ছে বংশ-পরম্পরা, অর্থাৎ প্রতিটি প্রজন্মের ধারাবাহিক অবদানের সঞ্চিত ফসল। বিগত কালের প্রবীণ জনগোষ্ঠী সমাজ তথা দেশ গঠনে যেভাবে অবদান রেখে গেছেন, তদ্রূপভাবে বর্তমান কালের প্রবীণ জনগোষ্ঠীও ঠিক একইভাবে অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন। কোনো অবস্থাতেই তাদের অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। এখানে অতি গুর-ত্ব সহকারে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে একদিন সকলকেই এরকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তদুপরি এই সত্যটিও অতি গুর-ত্ব সহকারে স্মরণ রাখা

* রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

প্রয়োজন যে, দেশের জনগোষ্ঠীর এক অংশকে অবহেলিত রেখে কোনো দেশই সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করতে পারে না। তাই নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্ড়া করে এবং দেশের উন্নয়নের প্রতি লক্ষ রেখে অতি সক্রিয়ভাবে তাদের কথা ভাবতে হবে।

বিশ্বে প্রবীণ জনসংখ্যার স্বরূপ ও গতিধারা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, অঞ্চল এবং লিঙ্গ ভেদে এই গতিধারা পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। তাছাড়া প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে কিছু কার্যকর পদক্ষেপের সুপারিশ করারও প্রয়াস থাকবে প্রবন্ধটিতে।

২। বিশ্বে প্রবীণ জনসংখ্যার স্বরূপ ও গতিধারা

বিংশ শতাব্দি মানুষের দীর্ঘায়ুর ক্ষেত্রে এক বিপণ্ঢব প্রত্যক্ষ করেছে। এর ফলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রবীণ লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০ সালে বিশ্বে ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের সংখ্যা যেখানে ছিল ৬০০ মিলিয়ন, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৭৫০ মিলিয়ন এবং ২০৫০ সালে তা ২ বিলিয়নে দাঁড়াবে। অর্থাৎ ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ জনগণ ৬০ বছর বয়স অতিক্রম করবেন (ইসলাম ২০০৭)। বর্তমানে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশ উন্নয়নশীল দেশে বাস করছেন (HelpAge International 2003/2004)। জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী, আগামী বছরগুলোতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর হার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রবীণদের সংখ্যা শিশুদের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। সীমিত সম্পদ ও দারিদ্র্য নিরসনের দায়বদ্ধতার প্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে বয়স্ক লোকের ভারসাম্য রক্ষা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিবে (রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার ২০০২)। যদিও বিভিন্ন দেশের বেঁচে থাকার হার ভিন্ন, তবুও এটি একটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়া। এক কথায়, বিশ্ব আজ বয়োবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যু-হার হ্রাস এবং জীবন প্রত্যাশার ঊর্ধ্ব গতির কারণে অনেক দেশেই জনসংখ্যার কাঠামো যুব-শ্রেণি থেকে প্রবীণ-শ্রেণির দিকে দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে যুব-শ্রেণির তুলনায় প্রবীণ জনসংখ্যার আনুপাতিক হার উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ একটি দেশের যুব শ্রেণিই হচ্ছে সে দেশের সবচাইতে কর্মঠ শ্রেণি যারা উন্নয়নে সবচাইতে বেশি অবদান রাখে। কর্মঠ শ্রেণির হ্রাসও উন্নয়নের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিবে নিকট ভবিষ্যতে।

"হেল্পএ্যাজ ইন্টারন্যাশনেল" (HelpAge International)-এর এক প্রতিবেদন থেকে দেখা গেছে, বিশ্বে বর্তমানে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জন ৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক প্রবীণ রয়েছেন, যা ২০৫০ সালে দাঁড়াবে প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জনের চেয়েও বেশি। বিশ্বে ৮০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের বৃদ্ধির হার বছরে ৪ শতাংশ, অথচ মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে মাত্র ১ শতাংশ। ২০৫০ সালে বিশ্বে ১০০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক প্রবীণ লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩.৫ মিলিয়ন, এদের ৫০ শতাংশের বাস হবে এশিয়া মহাদেশে। বিশ্বের সর্বত্রই ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব এবং ৮০ বছর ও তদূর্ধ্ব উভয় বয়স-শ্রেণির প্রবীণ জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা হবে বেশি (HelpAge International, undated)।

"হেল্পএ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল"-এর অন্য এক প্রতিবেদন থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবীণ জনসংখ্যার কতিপয় চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে যার মাধ্যমে তাদের জনমিতিক অনেক তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। বর্ণিত চিত্রসমূহ হচ্ছে:

(১) অনুন্নত দেশসমূহে ৪৯৭ মিলিয়ন প্রবীণ পুরুষ ও মহিলা বাস করেন যার পরিমাণ বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রবীণ জনসংখ্যার সমান;

(২) প্রবীণদের মধ্যে ১৮০ মিলিয়নের অধিক সংখ্যক প্রবীণ দারিদ্র্যসীমার মধ্যে বাস করেন;

৩) ২০৪৫ সালের মধ্যে ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের সংখ্যা বিশ্বের ০-১৪ বছর বয়স-শ্রেণির মোট জনসংখ্যাকে অতিক্রম করবে। ইতোমধ্যেই এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয়া অঞ্চল, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলের ০-১৪ বছর বয়স-শ্রেণির প্রবৃদ্ধি চরমে পৌঁছে গিয়ে নিম্নমুখী গতি ধারণ করেছে;

(৪) নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশসমূহে ৫০ শতাংশেরও বেশি ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা কর্মরত অবস্থায় নিয়োজিত থাকেন, যাদের অধিকাংশ অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে (informal sector) কাজ করেন;

(৫) বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ বয়স্ক লোকই প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পীড়িতড় ও সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে বসবাস করেন; এবং

(৬) আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই মোট এইচআইভি ও এইডস (HIV and AIDS) আক্রান্তদের মধ্যে প্রবীণদের সংখ্যা ৪০ শতাংশেরও বেশি (HelpAge International, undated)।

সারণি ১-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ২০০৯ সালে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবীণ জনমিতিক একটি চিত্র অতি সহজেই পরিদৃষ্ট হয়। এখানে প্রবীণদেরে বয়স-শ্রেণি অনুযায়ী তিন ভাগে সাজানো হয়েছে, যেমন ৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব এবং ৮০ বছর বা তদূর্ধ্ব। উক্ত তিনটি শ্রেণীকে দুইটি উপায়ে যাচাই করা যায়: যেমন (১) অর্থনৈতিক শ্রেণি, যথা 'অধিক উন্নত' ও 'স্বল্পোন্নত' অঞ্চল হিসেবে এবং (২) ভৌগোলিক অবস্থান বা 'মহাদেশ' হিসেবে, যেমন এশিয়া মহাদেশ, আফ্রিকা মহাদেশ ইত্যাদি। অর্থনৈতিক শ্রেণি, যেমন 'অধিক উন্নত অঞ্চল' ও 'স্বল্পোন্নত অঞ্চল' এ দুইটি অঞ্চলের প্রবীণদের জনমিতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, 'স্বল্পোন্নত অঞ্চল'-এ ৮০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স-শ্রেণি ব্যতীত অপর দুইটি শ্রেণিতেই প্রবীণদের সংখ্যা বা আনুপাতিক হার 'অধিক উন্নত অঞ্চল'-এর চেয়ে বেশি। উদাহরণ স্বরূপ, 'অধিক উন্নত অঞ্চল' ও 'স্বল্পোন্নত অঞ্চল'-এর ৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব এবং ৮০ বছর বা তদূর্ধ্ব এই তিনটি বয়স-শ্রেণির প্রবীণদের আনুপাতিক হার যথাক্রমে ৩৫.৭৯ ও ৬৪.২০ শতাংশ; ৩৭.৯৯ ও ৬২.০০ শতাংশ এবং ৫০.৮৭ ও ৪৯.১২ শতাংশ। অপরদিকে যখন ভৌগোলিক অবস্থান বা 'মহাদেশ' ভিত্তিক প্রবীণ জনমিতিক চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তখন দেখা যায়, উপরোক্ত তিনটি শ্রেণিতেই বিশ্বের মধ্যে এশিয়ার স্থান প্রথম। তারপরে যথাক্রমে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয়ান, আফ্রিকা এবং ওসেনিয়ার স্থান।

সারণি ১

২০০৯ সালে বিশ্বের প্রধান অঞ্চলসমূহের মোট জনসংখ্যায় লিঙ্গ ভেদে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর (৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব এবং ৮০ বছর বা তদূর্ধ্ব) অংশ

(শতাংশে)

প্রধান প্রধান অঞ্চল	৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব (%)			৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব (%)			৮০ বছর বা তদূর্ধ্ব (%)		
		মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
বিশ্ব	৭৩৭২৭৫ (%)	৭৩৭২৭৫ (১০০.০০)	৩৩৫৪৬৪ (৪৫.৫০)	৪০১৮১১ (৫৪.৪৯)	৫১১৯৯৯ (৬৯.৪৪)	২২৫৯৬৩ (৩০.৬৪)	২৮৬০৩৬ (৩৮.৭৯)	১০১৮৭৩ (১৩.৮১)	৩৭৭৬৮ (৫.১২)	৬৪১০৫ (৮.৬৯)
'অধিক উন্নত' ও 'স্বল্পোন্নত' অঞ্চলভেদে প্রবীণ জনসংখ্যার শতকরা বিন্যাস										
অধিক উন্নত অঞ্চল	২৬৩৯০৫	৩৫.৭৯	৩৩.৪৪	৩৭.৭৫	৩৭.৯৯	৩৫.১২	৪০.২৬	৫০.৮৭	৪৫.৩০	৫৪.১৫
স্বল্পোন্নত অঞ্চল	৪৭৩৩৭০	৬৪.২০	৬৬.৫৫	৬২.২৪	৬২.০০	৬৪.৮৭	৫৯.৭৩	৪৯.১২	৫৪.৬৯	৪৫.৮৪
মহাদেশ ভিত্তিক প্রবীণ জনসংখ্যার শতকরা বিন্যাস										
আফ্রিকা	৫৩৭৭০	৭.২৯	৭.৩৪	০.০৭	৬.৭৩	৬.৮৫	৬.৬৩	৪.০৫	৪.৪৪	৩.৮৩
এশিয়া	৩৯৯৮৮১	৫৪.২৩	৫৬.৪২	৫২.৪০	৫২.৯৫	৫৫.৪৯	৫০.৯৪	৪৪.৪০	৪৮.৩২	৪২.০৯
ইউরোপ	১৫৮৫০৩	২১.৪৯	১৯.৪৮	২৩.১৭	২৩.১০	২০.৬৫	২৫.০৪	২৯.৪৪	২৪.৯৩	৩২.০৯
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয়ান	৫৭০৩৯	৭.৭৩	৭.৬৭	৭.৭৮	৭.৭০	৭.৬৯	৭.৭২	৮.১৭	৮.৬৭	৭.৮৮
উত্তর আমেরিকা	৬২৭৪৪	৮.৫১	৮.৩২	৮.৬৬	৮.৭৬	৮.৫৪	৮.৯৩	১২.৯৩	১২.৫৯	১৩.১৩
ওসেনিয়া	৫৩৩৮	০.৭২	০.৭৪	০.৭০	০.৭৩	০.৭৫	০.৭১	০.৯৭	১.০১	০.৯৬

মন্তব্য: কলামের মোট সংখ্যাকে ভিত্তি করে শতকরা সংখ্যাগুলো নির্ণয় করা হয়েছে।

উৎস: "World Population Ageing, 2009", United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York, 2009.

সারণি ১- থেকে আরও লক্ষ করা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ প্রবীণদের তুলনায় মহিলা প্রবীণদের আনুপাতিক হার অনেক বেশি। বিশেষ করে বিশ্বে মোট প্রবীণদের লিঙ্গভেদে উপরোক্ত তিনটি বয়স-শ্রেণির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পুরুষ ও মহিলাদের আনুপাতিক হারের যে চিত্রটি পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে যথাক্রমে ৪৫.৫০ ও ৫৪.৪৯ শতাংশ, ৩০.৬৪ ও ৩৮.৭৯ শতাংশ এবং ৫.১২ ও ৮.৬৯ শতাংশ। 'অধিক উন্নত অঞ্চল'-এর চিত্র বিশ্ব চিত্রের সঙ্গে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু 'স্বল্পোন্নত অঞ্চল'-এর চিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ, এই অঞ্চলের সর্বত্রই পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের আনুপাতিক হার কম। আবার 'মহাদেশ' ভিত্তিক চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে কিছু ব্যতিক্রমী চিত্র পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কোনো কোনো মহাদেশে কিছু কিছু বয়স-শ্রেণিতে পুরুষ প্রবীণদের আনুপাতিক হার মহিলাদের চেয়ে বেশি, আবার কোথাও মহিলাদের চেয়ে পুরুষের আনুপাতিক হার কম।

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা থেকে অতি সহজেই তাদের বৃদ্ধি-হারের গতির দ্রুততা, আঞ্চলিক অবস্থান এবং লিঙ্গভেদে আনুপাতিক বৈচিত্র্য ইত্যাদি পরিসংখ্যান সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যায়। উপরন্তু তাদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানার জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে উপলব্ধি করা যায়।

৩। এশিয়া মহাদেশের কতিপয় দেশের প্রবীণ জনমিতিক চিত্র

একটি প্রতিবেদন থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, সারা বিশ্বের মধ্যে এশিয়াই হচ্ছে প্রবীণদের জন্য দ্রুততম বর্ধনশীল অঞ্চল। অর্ধ শতাব্দি পূর্বেও এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ মানুষ ৫০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করত। কিন্তু আজ অধিক সংখ্যক লোকই এর চেয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকে। (International Federation on Ageing and HelpAge International, January 2009)। ঐ একই প্রতিবেদন থেকে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, গত ৪০ বছরে চীনে মানুষের গড় জীবন প্রত্যাশা (life expectancy) বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১ বছর, ফিলিপাইনে ২১ বছর এবং বাংলাদেশে ২০ বছর। প্রবীণ জনসংখ্যার এরূপ দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা দেশের সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO), সংশিণ্টষ্ট পরিবার এমনকি স্বয়ং প্রবীণ লোকদের জন্যও একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে।

একবিংশ শতাব্দিতে পদার্পণের প্রারম্ভেই এশিয়া মহাদেশ বিশ্বের প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুত বধিষ্ণু আবাস-স্থল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। শতাব্দির প্রথম দশকগুলোতে বিশ্বে মোট জনসংখ্যার তুলনায় প্রবীণ লোকের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বের ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক অধিকাংশ লোকেরই বাস হবে এশিয়াতে এবং তাদের আনুপাতিক হার ইতিহাসের যে কোনো সময়ের চেয়ে দ্রুততম গতিতে বৃদ্ধি পাবে। ২০২৪ সালের দিকে বিশ্বের প্রবীণ জনসংখ্যার প্রায় ৫৮ শতাংশই এশিয়া মহাদেশে বাস করবেন। পরবর্তী ২৫ বছরে এশিয়ার প্রবীণ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং তৎপরবর্তী আরও দুই দশকের মধ্যে এ সংখ্যাও আবার তৎপূর্ববর্তী সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। ২০৫০ সালের দিকে এশিয়া মহাদেশের প্রবীণ জনসংখ্যা ১৯৯৫ সালের সংখ্যার চেয়ে ৫ গুণ হয়ে যাবে। এর ফলস্বরূপ এশিয়ার জনবহুল অধিকাংশ দেশে অধিকসংখ্যক প্রবীণ লোক পলণ্টী অঞ্চলে বসবাস করবেন (Wesumperuma 2001)।

বর্তমান প্রবন্ধের পরিশিষ্টে একটি ছকের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ এশিয়া মহাদেশের কতিপয় দেশের প্রবীণ জনমিতিক স্বরূপ নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই ছকে প্রতিটি দেশের জন্ম-হার, মৃত্যু-হার ও জীবন প্রত্যাশা, বিগত কয়েক দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ড় প্রবীণ জনসংখ্যার আনুপাতিক হার, ভবিষ্যতে মোট জনসংখ্যায় তাদের আনুপাতিক হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং আঞ্চলিক অবস্থানভেদে, অর্থাৎ পলণ্টী অঞ্চল ও শহরাঞ্চলে বসবাসের আনুপাতিক হার ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি বর্ণনা করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশে প্রবীণ জনসংখ্যার স্বরূপ ও গতিধারা

৪.১। জনমিতিক উত্তরণ (demographic transition)

পরিশিষ্টের ছকটিতে এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহের যে চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের অবস্থা এই মহাদেশের অন্যান্য দেশসমূহ থেকে তেমন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এশিয়া তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্রোতধারার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের মতো একই ধারায় বাংলাদেশেও মানুষের জীবন প্রত্যাশা দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং মোট প্রজনন-হার হ্রাসের সাথে সাথে জন্ম-হারও হ্রাস পাচ্ছে (সারণি ২)। ফলে দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় প্রবীণ জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্ব গতি লাভ করছে।

সারণি ২

বাংলাদেশে জনমিতিক উত্তরণ (demographic transition)

বছর	গড় জন্ম-হার (CBR) (প্রতি হাজারে)	গড় মৃত্যু-হার (CDR) (প্রতি হাজারে)	শিশু মৃত্যু-হার (প্রতি হাজারে)	মোট প্রজনন-হার (TFR) (প্রতি হাজার প্রসূতিতে জীবন্ড প্রসব দান)	জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে সফলতার হার	জন্মলগ্নে গড় আয়ুর প্রত্যাশা	
						পুরুষ	মহিলা
১৯৮০	৩৩.৪	১০.২	এন.এ	৪.৯৯	এন.এ	৫৬.৫	৫৪.৯
১৯৮৫	৩৪.৬	১২.১	১১২	৪.৭১	২৫.৩	৫৪.৩	৫৪.১
১৯৯০	৩২.৮	১১.৪	৯৪	৪.৩৩	৩৯.২	৫৬.৪	৫৫.৪
১৯৯৫	২৬.৫	৮.৪	৭১	৩.৪৫	৪৮.৭	৫৮.৪	৫৮.১
২০০০	১৯.০	৪.৯	৫৮	২.৫৯	৫৩.৮	৬১.৭	৬২.৭
২০০১	১৮.৯	৪.৮	৫৬	২.৫৬	এন.এ	৬২.৫	৬৪.১
২০০২	২০.১	৫.১	৫৩	২.৫৬	এন.এ	৬৪.৫	৬৫.৪
২০০৩	২০.৯	৫.৯	৫৩	২.৫৭	এন.এ	৬৪.৩	৬৫.৪
২০০৪	২০.৮	৫.৮	৫২	২.৫১	৫৮.১	৬৪.৪	৬৫.৭
২০০৫	২০.৭	৫.৮	৫০	২.৪৬	এন.এ	৬৪.৪	৬৫.৮
২০০৬	২০.৬	৫.৬	৪৫	২.৪১	এন.এ	৬৪.৫	৬৬.৬
২০০৭	২০.৯	৬.২	৪৩	২.৩৯	৫৫.৮	৬৫.৪	৬৭.৯
২০০৮	২০.৫	৬.০	৪০	২.৩০	এন.এ	৬৫.৬	৬৮.০

মন্তব্য: এন.এ প্রকাশ করছে তথ্য পাওয়া যায়নি।

উৎস: BBS, Statistical Yearbook of Bangladesh, different issues; For Contraceptive Prevalence Rate:
1.Bangladesh demographic and Health Survey, different issues;
2. NIPORT, Bangladesh Contraceptive Prevalence Survey, different issues.

৪.২। প্রবীণ জনসংখ্যার চিত্র

বাংলাদেশের বিভিন্ন আদমশুমারীর পরিসংখ্যান থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এখানেও মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি ও দ্রুত। ১৯৬১ ও ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের মোট প্রবীণ জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২.৭ মিলিয়ন ও ৫.৭ মিলিয়ন, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার সঙ্গে তাঁদের আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে ৫.২ ও ৫.৪ শতাংশ। অথচ ২০০১ সালে মোট জনসংখ্যার সঙ্গে তাঁদের আনুপাতিক হার ছিল ৬.১ শতাংশ (BBS, Bangladesh Population Census, different years)। জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী ২০১১ ও ২০২১ সালে প্রবীণদের সংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১০.১ মিলিয়ন ও ১৩.৫ মিলিয়ন। আর ২০৫০ সালে দেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে ২১৭.৮ মিলিয়ন এবং প্রবীণদের সংখ্যা ৪০ মিলিয়নেরও উপরে। ঐ সময়ে প্রবীণ জনসংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৯ শতাংশ। প্রবীণদের এরূপ বৃদ্ধির হার মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রায় সমান বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে (সারণি ৩)।

সারণি ৩

বাংলাদেশের প্রবীণ জনসংখ্যা (৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক জনসংখ্যা)

বছর	মোট জসসংখ্যা ('০০০)	৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক জনসংখ্যা ('০০০)	দুই আদমশুমারীর মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার		প্রবীণ জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা হার হিসাবে
			মোট জনসংখ্যা	৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক জনসংখ্যা	
১৯৫১	৪১,৯৩২	১,৮৫৮	-	-	৪.৪৩
১৯৬১	৫০,৮৪০	২,৬৫৪	২.১২	৪.২৮	৫.২২
১৯৭৪	৭১,৪৭৯	৪,০৬০	৩.১২	৪.০৮	৫.৬৮
১৯৮১	৮৭,১২০	৪,৯০৫	৩.১৩	২.৯৭	৫.৬৩
১৯৯১	১০৬,৩১৫	৫,৬৯৯	২.২০	১.৬২	৫.৩৬
২০০১	১২৩,৮৪১	৭,৫৯০	১.৫৪	২.১৮	৬.১৩
২০১০ (অ)	১৫৩,৪৩৭	৮,৮৬৯	১.৫৯	৩.০১	৫.৭৮
২০২০(অ)	১৭২,৯০০	১২,৯৬৭	১.২৭	৪.৬৩	৭.৫০
২০৩০(অ)	১৯১,০৯৭	১৯,৮৫৫	১.০৫	৫,৩১	১০.৩৯
২০৪০(অ)	২০৪,৪৫৮	৩০,১৭৮	০.৭০	৫.২০	১৪.৭৬
২০৫০(অ)	২১৭,৮১৯	৪০,৫১৪	০.৬৫	৩.৪৩	১৮.৬০

মন্তব্য: 'অ' অভিক্ষেপ নির্দেশ করছে।
উৎস: Bangladesh Bureau of Statistics, Population Census of Bangladesh, different years; UN, World Population Projections, 2001.

৪.৩। লিঙ্গভেদে প্রবীণ জনসংখ্যার তারতম্য

১৯৫১ সালে বাংলাদেশে ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক পুর“ষ ও মহিলাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ মিলিয়ন ও ০.৮ মিলিয়ন এবং তাদের আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে ৫৫.০১ শতাংশ ও ৪৪.৯৯ শতাংশ। ২০০১ সালের আদমশুমারীতেও তাদের আনুপাতিক হারে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। তবে জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী পরিদৃষ্ট হয় যে, ২০৫০ সালে তাদের আনুপাতিক হারে উলেণ্ডখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। অর্থাৎ তাদের আনুপাতিক হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪৭.৪৩ শতাংশ ও ৫২.৫৬ শতাংশ। ১৯৫১ সালে মোট জনসংখ্যার সঙ্গে প্রবীণ পুর“ষ ও মহিলাদের আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে ৪.৬৬ শতাংশ ও ৪.১৭ শতাংশ যা ২০০১ সালে ছিল ৬.৫৯ শতাংশ ও ৫.৬৪ শতাংশ। অর্থাৎ উভয় সময়কালেই পুর“ষদের তুলনায় মহিলা প্রবীণদের সংখ্যা বা আনুপাতিক হার ছিল কম। কিন্তু জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী ২০৫০ সালে পুর“ষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বা আনুপাতিক হার বিপরীত গতিমুখী হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের আনুপাতিক হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৭.৬১ শতাংশ ও ১৯.৫৯ শতাংশ (সারণি ৪)।

সারণি-৪
লিঙ্গ ও প্রবৃদ্ধি অনুসারে প্রবীণ জনসংখ্যার শতকরা বিন্যাস

বছর	প্রবীণ জনসংখ্যা (০০০)		প্রবীণ জনসংখ্যার শতকরা বিন্যাস		দুই আদমশুমারীর মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার		প্রবীণ জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা হার হিসাবে	
	পুর“ষ	মহিলা	পুর“ষ	মহিলা	পুর“ষ	মহিলা	পুর“ষ	মহিলা

১৯৫১	১,০২২	৮৩৬	৫৫.০১	৪৪.৯৯			৪.৬৬	৪.১৭
১৯৬১	১,৪৬২	১১৯২	৫৫.০৯	৪৪.৯১	৪.৩১	৪.২৭	৫.৫৫	৪.৮৬
১৯৭৪	২,২৯১	১,৭৬৯	৫৬.৪৩	৪৩.৫৭	৪.৩৬	৩.৭২	৬.১৮	৫.১৩
১৯৮১	২,৭৪৯	২,১৫৬	৫৬.০৪	৪৩.৯৬	২.৮৬	৩.১৩	৬.১২	৫.১০
১৯৯১	৩,২০৭	২,৪৯২	৫৬.২৭	৪৩.৭৩	১.৬৭	১.৬০	৫.৮৬	৪.৮৪
২০০১	৪,২০৮	৩,৩৮২	৫৫.৪৪	৪৪.৫৬	১.০২	৩.৬৬	৬.৫৯	৫.৬৪
২০১০ (অ)	৪,৩৬৮	৪,৫০১	৪৯.২৫	৫০.৭৫	২.৪৮	৩.৫৭	৫.৫৯	৫.৯৮
২০২০(অ)	৬,৩১৮	৬,৬৪৯	৪৮.৭২	৫১.২৫	৪.৪৬	৪.৭৭	৭.২০	৭.৮১
২০৩০(অ)	৯,৬১৬	১০,২৩৯	৪৮.৪৩	৫১.৫৭	৫.২২	৫.৩৮	৯.৯৫	১০.৮৩
২০৪০(অ)	১৪,৪১৪	১৫,৭৬৪	৪৭.৭৬	৫২.২৪	৪.৯৯	৫.৪১	১৪.০১	১৫.৫২
২০৫০(অ)	১৯,২১৬	২১,২৯৮	৪৭.৪৩	৫২.৫৬	৩.৩৩	৩.৫১	১৭.৬১	১৯.৫৯

মন্তব্য: 'অ' অভিক্ষেপ নির্দেশ করছে।

উৎস: Bangladesh Bureau of Statistics, Population Census of Bangladesh, different issues; UN, World Population Projections, 2001.

৪.৪। প্রবীণ জনসংখ্যার আঞ্চলিক অবস্থান

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮০ শতাংশেরও বেশি প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে বাস করেন। ১৯৬১ সালে পলণ্টী ও শহরাঞ্চলে প্রবীণদের বসবাসের হার ছিল যথাক্রমে ৯৬.০৮ শতাংশ ও ৩.৯২ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮১ সালে এসে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮৬.৭৭ শতাংশ ও ১৩.২৩ এবং ২০০১ সালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮২.০৬ শতাংশ ও ১৭.৯৪ শতাংশে। তুলনামূলক বিচারে গত ৪০ বছরে প্রবীণদের শহরমুখী বসবাসের হার ৩.৯২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭.৯৪ শতাংশ হয়েছে এবং পলণ্টী অঞ্চলে বসবাসের হার নিম্নমুখীরূপ ধারণ করেছে। এরূপ গতিধারা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আরও পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যায়। পুর"ষ ও মহিলাদের মধ্যে তুলনা করলে তেমন উলেণ্টখযোগ্য কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না (সারণি ৫)।

সারণি ৫

আঞ্চলিক অবস্থান (শহর অঞ্চল ও পলণ্টী অঞ্চল) ও লিঙ্গভেদে প্রবীণ জনসংখ্যার শতকরা বিন্যাস

বছর	মোট প্রবীণ জনসংখ্যা (০০০)	প্রবীণ জনগণের আঞ্চলিক অবস্থান (%)		পুর"ষ প্রবীণ (%)		মহিলা প্রবীণ (%)	
		পলণ্টী অঞ্চল	শহরাঞ্চল	পলণ্টী অঞ্চল	শহরাঞ্চল	পলণ্টী অঞ্চল	শহরাঞ্চল
১৯৬১	২,৬৫৪	৯৬.০৮	৩.৯২	৯৬.১৭	৩.৮৩	৯৬.২২	৩.৭৮
১৯৭৪	৪,০৬০	৯৩.৪৭	৬.৫৩	৯৩.৩৭	৬.৬৩	৯৩.৬১	৬.৩৯
১৯৮১	৪,৯০৫	৮৬.৭৭	১৩.২৩	৮৬.৩২	১৩.৬৮	৮৭.৪৮	১২.৫২
১৯৯১	৫,৬৯৯	৮৪.২৪	১৫.৭৬	৮৩.৮২	১৬.১৮	৮৬.৩২	১৩.৬৮
২০০১	৭,৯৫০	৮২.০৬	১৭.৯৪	৮১.৫৫	১৮.৪৪	৮২.৬৭	১৭.৩৩

উৎস: BBS, Population Census of Bangladesh, different years.

৫। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যাবলী

বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই নানা আর্থ-সামাজিক সমস্যায় ভোগেন। সাধারণভাবে তারা চারটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এগুলো

হচ্ছে: (১) অর্থনৈতিক সমস্যা; (২) আবাসিক সমস্যা; (৩) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমস্যা; এবং (৪) মনো-সামাজিক সমস্যা।

১) অর্থনৈতিক সমস্যা

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Social security System)-র অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রবীণ অর্থনৈতিক সমস্যায় ভোগেন। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশেই প্রবীণদের জন্য সরকারিভাবে আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। কিন্তু দু-একটি বিরল দৃষ্টান্ড় ব্যতীত উন্নয়নশীল তথা অনুন্নত দেশসমূহে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো ধরনের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। এসব দেশে প্রবীণদের কর্মময় জীবনের অবসান হওয়ার সাথে সাথেই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। যাদের সম্পদ এবং অন্য কোনো আয়ের উৎস আছে অথবা যারা আপন সন্ড়ান-সন্ড়তির তত্ত্বাবধানে আছেন তাদের হয়তো ভোগান্ড়ি একটু কম হয়, কিন্তু যাদের এ-তিনটির কোনোটিই নেই তাদের জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নানা রোগ-ব্যাধি থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় কঠোর কায়িক শ্রমের বিনিময়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় অথবা ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নিতে হয়।

২) *আবাসিক সমস্যা*

বাংলাদেশের প্রবীণদের আবাসিক সমস্যা অতি প্রকট। এই অবস্থা প্রবীণদের আর্থিক দৈন্যাবস্থার চেয়েও করুণ। পরিবার-পরিজন, পুত্র, কন্যা এবং সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই বাড়িতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ঠাঁই হয় না। কেননা পুত্র, কন্যারা অনেক ক্ষেত্রেই বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বাড়ীতে রাখতে আগ্রহী থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঞ্চিত সম্পদ হস্ড়গত করে তাদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। বাড়ীতে রাখলেও নানাভাবে তাদেরকে কষ্ট দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃদ্ধ পিতা-মাতার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শুশ্রূষা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকলেও সন্ড়ানেরা তাদের বোঝা স্বরূপ মনে করে। অধিকাংশ সন্ড়ানই তাদেরকে স্থায়ীভাবে নিজের কাছে রাখতে চায় না। তাই আজ এক সন্ড়ানের কাছে তো কাল অন্য সন্ড়ানের কাছে, এ রকম করে করে কোনো এক সময় হয়তো মেয়ে-জামাইদের দ্বারস্থ পর্যন্ড় হতে হয়। বিশ্বের কোনো কোনো দেশে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সার্বিক লালন-পালনে বাধ্য করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করার কথাও শোনা যায়। কিন্তু তাতেও কোনো সুফল হচ্ছে না। ফলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আবাসন সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

৩) *স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমস্যা*

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকে। ফলে মানুষ নানা প্রকার রোগ-ব্যাধির শিকার হয়। নির্দিষ্ট কিছু স্বাস্থ্যগত সমস্যা যা সাধারণত প্রবীণ লোকদের হয়ে থাকে সেগুলো হলো দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং হজমশক্তি ইত্যাদি হ্রাস পাওয়া, হার্ট দুর্বল হয়ে পড়া, কিডনি দুর্বল হয়ে পড়া ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো ছাড়াও প্রায়শই তারা কোমর ব্যাথা, মেরুদন্ড় ব্যাথা, মস্ড়িষ্কে রক্তক্ষরণ, প্রোষ্টেট বড় হয়ে যাওয়া, এ্যানিমিয়া, হাঁপানী, প্যারালাইসিস, স্কার্ভি, যক্ষা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগের শিকার হন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিজোফ্রেনিয়া নামক একটি মারাত্মক মানকিসক রোগেরও শিকার হন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা (ইসলাম ২০০০, রহমান ১৯৯৬)। দেশে শিশুদের জন্য শিশু-হাসপাতাল, মাতৃ-সদন এবং দেশের প্রায় হাসপাতালেই শিশু ওয়ার্ড, প্রসূতি ওয়ার্ড ইত্যাদি কিছু

কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থা বর্তমান আছে, কিন্তু প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো স্বতন্ত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা দেশে নেই। এদিকে সন্তান-সন্ততিরাও প্রবীণ পিতামাতার কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না। ফলে অধিকাংশ প্রবীণ নারী পুরুষ নানা স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে বিনা চিকিৎসায় কালাতিপাত করেন।

৪) মনো-সামাজিক সমস্যা

আর্থিক দৈন্যাবস্থা, আবাসিক সমস্যা, রোগ-ব্যাধির যন্ত্রণা, প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক সংযোগচ্যুতি, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদির মতো পীড়াদায়ক নৈরাশ্য প্রবীণ লোকদের সামাজিক এবং মানসিক সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়। জীবনের জন্য সকল ক্ষেত্র থেকে অযোগ্য হয়ে যাওয়ার বেদনা, অন্যের উপর বোঝা-স্বরূপ হয়ে যাওয়ার মর্মপীড়া বার্ধক্যের নৈরাশ্যকে আরেক ধাপ অবনমিত করে। এ সমস্ত কারণে প্রবীণদের নৈরাস্যের সীমা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেক সময় পাশ্চাত্য, এমনকি প্রাচ্যের কোনো কোনো দেশের প্রবীণরা আত্মহননের পথ পর্যন্ত বেছে নেয়। পাশ্চাত্যে এ-হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি (Julie Steenhuysen, Reuters, 2010)। পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও প্রথার অবনতি প্রবীণদের মনো-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ।

৬। বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার চিত্র

বাংলাদেশে প্রবীণদের কল্যাণার্থে উলেণ্টখযোগ্য তেমন কোনো কর্মসূচি নেই। তাদের বার্ধক্যজনিত দূরাবস্থা নিরসনের জন্য সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে যে প্রচেষ্টা আছে তা নিতান্তই অপ্রতুল। দেশে সরকারি, আধা-সরকারি এবং কিছু সংখ্যক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে যারা চাকুরি করেন, অবসর জীবনে তাদের জন্য অবসর-ভাতা এবং ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি কিছু আর্থিক সহায়তা দানের সুযোগ আছে, যা তাদের অবসর জীবনের নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এরূপ পেনসনভোগী চাকুরিজীবীর সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার নগণ্য একটি অংশ মাত্র। তাছাড়া গত কয় বছর যাবৎ সরকার দেশের প্রবীণদের জন্য যে "বয়স্ক-ভাতা কর্মসূচি" চালু রেখেছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এই কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র প্রবীণ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মাসিক ৩০০.০০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে এই কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা দেশের মোট প্রবীণ জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশ। এই কর্মসূচির আওতায় অভাবগ্রস্ত প্রবীণদের শতভাগ অন্তর্ভুক্ত করার দাবী রাখে। অপরপক্ষে বর্তমান অগ্নি-মূল্যের বাজারে একজন প্রবীণ লোকের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে মাসে ৩০০.০০ টাকা ভাতা প্রাপ্তি তেমন উলেণ্টখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে পারছে না।

দেশের নিরাশ্রয় প্রবীণ লোকের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। প্রায় এক যুগ পূর্বে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বিভাগে একটি করে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল। তার মধ্যে কেবল ঢাকা বিভাগের জন্য একটি বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অন্য বিভাগগুলোতে বৃদ্ধাশ্রম তৈরির পরিকল্পনা সেই তিমিরেই রয়ে গেল। আজ পর্যন্তও তা বাস্তবায়নে কোনো প্রকার পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। উক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত করা হলে দেশের অনেক নিরাশ্রয় প্রবীণ লোকের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ব্যক্তি উদ্যোগে দেশে কিছু বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এগুলোতে অনেক আশ্রয়হীন প্রবীণ লোকের কিছুটা হলেও ঠাঁই হয়েছে।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা নেই। ঢাকা শহরে একমাত্র 'প্রবীণ হিতৈষী সংঘ'-এর মাধ্যমে স্বল্প খরচে প্রবীণদের জন্য চিকিৎসার কিছু ব্যবস্থা আছে, যার মাধ্যমে কেবল ঢাকায় বসবাসকারী দুস্থ প্রবীণরাই এ সুযোগ পেয়ে থাকেন। ঢাকা শহরের বাহিরে যারা অবস্থান করেন তাদের পক্ষে এ সুযোগ লাভ করা সম্ভব নয়। 'প্রবীণ হিতৈষী সংঘ'-এর মতো দেশের প্রতি জেলা শহরে একটি করে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ পাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে করে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে প্রবীণদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

বাংলাদেশে প্রবীণদের মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো ব্যবস্থাই নেই। অথচ বাংলাদেশের প্রবীণরা নানা প্রকার মনো-সামাজিক সমস্যায় ভুগছেন প্রতিনিয়ত। তাদের মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ অতি জরুরি। যেহেতু পলণ্টী অঞ্চলের প্রবীণ লোকদের পক্ষে দূরে যাতায়াত করা সম্ভব নয় তাই প্রতিটি ওয়ার্ডে বা ইউনিয়নে একটি করে 'প্রবীণ-ক্লাব' গঠনের জরুরি প্রয়োজন উপলব্ধি হরা হচ্ছে।

৭। উপসংহার ও কিছু সুপারিশ

বিশ্ব জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধি গত শতাব্দির উন্নয়নের সূচকসমূহের মধ্যে একটি বড় প্রাপ্তি। নতুন সহস্রাব্দের সূচনাতেই এই সূচকটি একদিকে যেমনভাবে ঝুঁকির ইঙ্গিত বহন করে, অপরদিকে আনন্দেরও। সারা বিশ্বে বর্তমানে ৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের সংখ্যা প্রায় ৭৫০ মিলিয়ন। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বাস নিম্ন ও মধ্য-আয়ের দেশসমূহে।

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও প্রবীণদের সংখ্যা ঊর্ধ্বগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৯ মিলিয়ন প্রবীণ লোক আছেন, যা বিশ্ব প্রবীণ জনসংখ্যার ১.২ শতাংশ। বাংলাদেশ বিশ্বের একটি স্বল্পোন্নত দেশ। তাই দেশের সরকারের পক্ষে প্রবীণ লোকদের কল্যাণার্থে অর্থনৈতিক, আবাসিক, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং মনো-সামাজিক ইত্যাদি সার্বিক সমস্যার সমাধান বলা মাত্রই করা সম্ভব নয়। তবে তাদের উপেক্ষা করা চলবে না, কারণ তারা এদেশেরই নাগরিক। কর্ম-জীবনে সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে তারাও অনেক অবদান রেখেছেন, যার সুফল পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ করছে এবং করবেন।

দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সেবায় সরকার ও সমাজ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকে যত শীঘ্র সম্ভব দেশের প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণার্থে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্ড়বায়নের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণদের সার্বিক সেবা দানে এগিয়ে আসার জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রবীণ জনগণ সাধারণত আর্থ-সামাজিক এবং মানসিক যে সমস্ড় সমস্যায় ভুগে থাকেন, সেগুলো নিরসনে সমাজের বিভিন্ন স্ড়রের মানুষকে কি রকম ভূমিকা পালন করতে হবে সে ব্যাপারে দেশে বিদ্যমান সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিধান ও সাংস্কৃতিক চেতনা সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করতে হবে। এই সচেতনতাই সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে প্রবীণদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। যদি দেশের সরকারের সাথে বেসরকারি

প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সমাজের বিত্তবান লোকেরা এগিয়ে এসে সমন্বিতভাবে কোনো কর্মসূচি প্রণয়নে ব্রতী হন তা হলে বাংলাদেশের প্রবীণদের সমস্যা নিরসন সহজসাধ্য হবে।

বাংলাদেশে প্রবীণদের কল্যার্থে একমাত্র সরকারি চাকুরীজীবি ব্যতিরেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উলেণ্ঢখযোগ্য তেমন কোনো কর্মসূচি নেই। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি নগণ্য অংশ মাত্র সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন। অন্যদিকে হাজার হাজার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO) বিদ্যমান আছে এবং তাদের ব্যবসায়ীক নানাবিধ কর্মসূচির প্রচলনও আছে, অথচ প্রবীণ জনগণের সার্বিক কল্যাণার্থে দু-একটি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোনো প্রকার কর্মসূচি নিয়ে তাদের মধ্য থেকে কেউই এগিয়ে আসছেন না। আইনের মাধ্যমে এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করতে হবে, যেন তারা তাদের কর্মচারীদের বৃদ্ধ বয়সে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করে।

গত কয়েক বছর যাবৎ সরকার দেশে অতি সীমিত আকারে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রচলন করেছে, এটি একটি ভালো উদ্যোগ। তবে এ কর্মসূচির পরিধি আরও সম্প্রসারিত করতে হবে এবং ভাতার পরিমাণ ন্যূনতম এক হাজার টাকা করতে হবে। তবে প্রবীণদের জন্য সার্বিকভাবে পেনসন প্রথার প্রচলন করার ব্যাপারে এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া দেশের প্রতি জেলায় প্রবীণ নিবাস স্থাপন এবং দেশের প্রতিটি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাদের জন্য আলাদাভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারকে দ্র"ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে দেশে যেভাবে মহিলা, শিশু, যুবক ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে পৃথক পৃথক মন্ত্রণালয় আছে, তদ্রূপভাবে প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণার্থেও পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কর্মসূচিগুলো গ্রহণ ও সেগুলোর বাস্ড়বায়নে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া এগুলোর বাস্ড়বায়নে দেশের এনজিওগুলোকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সেজন্যও সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। সরকারি বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের (public private partnership (PPP) মাধ্যমেও প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই উদ্যোগ সফল হলে নিশ্চিতভাবে প্রবীণদের শেষ জীবনের কর"ণ অবস্থার নিরসন হবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

ইসলাম, এবিএম শামসুল (২০০০): "বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক প্রেক্ষাপট: উন্নয়নমূলক কিছু প্রস্তাবনা," *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, সপ্তদশ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি।

ইসলাম, এবিএম শামসুল (২০০৭): "বাংলাদেশে প্রবীণ জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ: একটি জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণ," *জেলার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন* (সেলিনা হোসেন, ঋতা আফসার ও মাসুদুজ্জামান কর্তৃক সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি।

রহমান, ডা: শেখ লুৎফর (১৯৯৬): "বয়স্কদের কয়েকটি স্বাস্থ্য সমস্যা," Bangladesh Journal of Geriatrics, July-December।

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (২০০২): "অনিশ্চয়তাই আমাদের জীবন: বাংলাদেশে প্রবীণদের অবস্থা," ঢাকা, ফেব্রুয়ারি।

Asian Productivity Organization (2001) *Improvement Program for the Rural Elderly in Asia and the Pacific*, Asian Productivity Organization, Tokyo, (Country Report by Different Authors).

BBS Bangladesh Population Census, (different years).

HelpAge International, 2003/2004.

HelpAge International (2009): *The Rights of Older Persons in Asia.* International Federation on Ageing and HelpAge International, January.

HelpAge International (undated) "Strategy to 2015."

Julie Steenhuysen, Reuters (2010): "Suicide a Risk in Retirement, Nursing Communities." *Global Action on Aging*, May 19.

UN (2001): *World Population Projections.* Population Division, DESA, New York.

UN (2002): "World Population Ageing 1950-2050." Population Division, Department of Economic and Social Affairs, New York.

Wesumperuma, Dharmapriya (2001): "Demographic Analysis and Issues in the Improvement Program for the Rural Elderly." In *Improvement Program for the Rural Elderly in Asia and the Pacific*, Asian Productivity Organization, Tokyo.

পরিশিষ্ট

এশিয়া মহাদেশের কতিপয় দেশের জনমিতিক স্বরূপ

দেশের নাম	জন্ম-হার, মৃত্যু-হার ও গড় জীবন প্রত্যাশার গতিধারা	বিগত বিভিন্ন সময়ে মোট জনসংখ্যা এবং এর সঙ্গে প্রবীণ জনসংখ্যার আনুপাতিক	জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী আগামী বিভিন্ন সময়ে মোট জনসংখ্যা এবং এর সঙ্গে প্রবীণ জনসংখ্যার	পলণ্টী অঞ্চল ও শহরাঞ্চলে প্রবীণ

		হার	আনুপাতিক হার	জনগোষ্ঠীর বসবাসের আনুপাতিক হার
১। চীন	১৯৫১ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে চীনে পুরুষ ও মহিলাদের গড় জীবন প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৩.৩৮ থেকে ৭১.৯ বছরে এবং ৫৬.৩ থেকে ৭৭.৯ বছরে। ঐ একই সময়ের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু-হারও হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৯.৯৭ থেকে ১৫.০৭ এবং ১১.৫৭ থেকে ৫.৫৯। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩৮.৪ থেকে ৯.৪৮ তে।	চীনে প্রবীণ লোকের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের আনুপাতিক হার ছিল মোট জনসংখ্যার ৭.০৯ শতাংশ, যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে দাঁড়ায় ৮.০৬ শতাংশে।	জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী ২০১৮ ও ২০২৭ সালের দিকে ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের আনুপাতিক হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৪ শতাংশ ও ২০.১ শতাংশ, অর্থাৎ প্রবীণ জনসংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ।	প্রায় ৮৫ শতাংশ প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে এবং ১৫ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।
২। ভারত	ভারতে জন্ম ও মৃত্যু হারের অধোগতি এবং জীবন প্রত্যাশার ঊর্ধ্বগতির কারণে প্রবীণ জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।	২০০১ সালে ভারতে ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক জনসংখ্যা ছিল ৭৫.৯ মিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭ শতাংশ।	২০২০ সালে প্রবীণ জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশে পৌছার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের বর্তমান সংখ্যাই মনে চমক সৃষ্টি করে। অথচ বর্তমানের ৭০ মিলিয়ন প্রবীণ মাত্র এক প্রজন্মের মধ্যেই দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ৭০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক প্রবীণদের আনুপাতিক হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঐ সময়ের মধ্যে প্রবীণ জনসংখ্যার ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে সাধারণ জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারও ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী হবে।	প্রায় ৮২ শতাংশ প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে এবং ১৮ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।
৩। ইন্দোনেশিয়া	জন্ম ও মৃত্যু-হারের নিম্নগতি এবং গড় জীবন প্রত্যাশার ঊর্ধ্বগতির কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো ইন্দোনেশিয়াতেও দ্রুত গতিতে জনসংখ্যার কাঠামো পরিবর্তিত হতে থাকে। যার ফলে যুব-সংখ্যার কাঠামোর ঊর্ধ্বগতিকে ডিঙ্গিয়ে প্রবীণ জনসংখ্যার কাঠামো ঊর্ধ্বগতি লাভ করে।	১৯৯৫ সালে ইন্দোনেশিয়াতে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৯৪.৭৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের সংখ্যা ছিল ১৩.৩ মিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার ৬.৮৩ শতাংশ। ২০১০ সালে প্রবীণদের সেই সংখ্যা ২৪ মিলিয়নে পৌছুবে বলে ধারণা করা হয়। প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী ২০০০ সালে সমগ্র দেশে মোট প্রবীণ জনসংখ্যা ১৭.৮ মিলিয়ন এবং ২০০৫ সালে ১৯.৯ মিলিন হবে বলে ধারণা করা হয়।	জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী ২০২০ সালে প্রবীণদের আনুপাতিক হার মোট জনসংখ্যার ১১.৩৪ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে হিসেবে ঐ সময়ের মধ্যে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জন হবেন প্রবীণ ব্যক্তি। অবশ্য ইন্দোনেশিয়াতে একটি ব্যতিক্রমধর্মী চিত্র পরিদৃষ্ট হয়, তা হচ্ছে বিভিন্ন প্রদেশে প্রবীণ জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ভিন্ন।	ইন্দোনেশিয়াতে ৬৩ শতাংশ প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে এবং ৩৭ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।
৪। নেপাল	নেপালের জনসংখ্যাতে একটি ব্যতিক্রমী চিত্র পরিদৃষ্ট হয়, যা বিশ্বের খুব অল্পসংখ্যক দেশেই বিদ্যমান থাকতে পারে, আর তা হচ্ছে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের জীবন প্রত্যাশা কম।	১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী নেপালের মোট জনসংখ্যা ১৮.৪৯ মিলিয়ন এবং ১৯৯৮ সালে তা দাঁড়ায় ২১.৮৪ মিলিয়নে। ঐ সময়ে নেপালে ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক প্রবীণ লোকের আনুপাতিক হার মোট জনসংখ্যার ৫.৪৯ শতাংশ।	জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী নেপালেও প্রবীণ লোকের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে। ২০২৫ ও ২০৫০ সালে নেপালে মোট জনসংখ্যার সাথে প্রবীণ লোকের আনুপাতিক হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ৭.০৮ শতাংশ ও ১৩.৫২ শতাংশ।	নেপালে ৮৫ শতাংশ প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে এবং ১৫ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।
৫। পাকিস্ড়ান	পাকিস্ড়ানে যুব-শ্রেণির তুলনায় প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। জীবন প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সাধারণ জনসংখ্যার তুলনায় প্রবীণ লোকের সংখ্যা দ্রুত গতিতে	১৯৫১ সালে ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের সংখ্যার সাথে আরও প্রায় ২ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে তাদের সংখ্যা ৯.৪৮ মিলিয়নে দাঁড়ায়, যা মোট জনসংখ্যা (১২৭.৪৩	জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী পাকিস্ড়ানে এ সংখ্যা ২০৩১ সালে ২৬ মিলিয়নে পৌছুবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।	প্রায় ৬৪ শতাংশ প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে এবং ৩৬ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।

	বৃদ্ধি পাচ্ছে।	মিলিয়ন) ৭.০ শতাংশ।		
৬। ফিলিপাইন	এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো ফিলিপাইনেও জন্ম ও মৃত্যু-হার হ্রাস এবং প্রবীণ জনসংখ্যার উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়।	ফিলিপাইনে ১৯৯৫ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৮.৬ মিলিয়ন, তার মধ্যে প্রবীণ লোকের সংখ্যা ছিল ৩.৭ মিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার ৫.৪ শতাংশ।	জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী ২০২০ এবং ২০৩০ সালে প্রবীণ লোকের সংখ্যা ও আনুপাতিক হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ১০.৭৫ মিলিয়ন বা ১০ শতাংশ এবং ১৫.৭৯ মিলিয়ন বা ১৪ শতাংশ।	প্রায় ৪৪ শতাংশ প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে এবং ৫৬ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।
৭। শ্রীলঙ্কা	জন্ম ও মৃত্যু-হার হ্রাস, গড় জীবন প্রত্যাশার উর্ধ্বগতি এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উলেণ্টখযোগ্য সংখ্যক লোকের বহির্গমন ইত্যাদি কারণে শ্রীলঙ্কায় প্রবীণ লোকের সংখ্যা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।	১৯৯১ সালে শ্রীলঙ্কার মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৭.৩ মিলিয়ন, তার মধ্যে ৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকের সংখ্যা ছিল ১.৪ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ। প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী ২০০১ সালে মোট জনসংখ্যা ১৯.৩ মিলিয়ন এবং প্রবীণদের সংখ্যা ১.৯ মিলিয়ন বা মোট জনসংখ্যার ৯ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হয়।	জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী পরিদৃষ্ট হয় যে, ২০২১ সালের দিকে প্রবীণদের সংখ্যা ১৯৯১ সালের মোট সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ হবে।	প্রায় ৭৭ শতাংশ প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে এবং ২৩ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।
৮। থাইল্যা"	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্নগতি এবং একই সাথে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে মানুষের জীবন প্রত্যাশা বেড়ে যাওয়াতে প্রবীণ জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পায়।	১৯৯১ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৭.২ মিলিয়ন, যার মধ্যে প্রবীণ লোকের আনুপাতিক হার ছিল ৩.৫ শতাংশ।	জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী ২০০০ ও ২০২০ সালে মোট জনসংখ্যার সাথে পুর"ষদের আনুপাতিক হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ৭.৭ শতাংশ ও ১৩.১ শতাংশ।	প্রায় ৬৮ শতাংশ প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে এবং ৩২ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।
৯। ভিয়েতনাম	গত ৫০ বছরে ভিয়েতনামে জন্ম-হার অর্ধেকের কোঠায় নেমে যায় এবং গড় জীবন প্রত্যাশা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়, যার ফলে যুব-সমাজের বৃদ্ধির গতিকে ডিঙ্গিয়ে প্রবীণদের বৃদ্ধি-হার উর্দ্ধগতি লাভ করে।	ভিয়েতনামেও প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৯ সালে ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক জনসংখ্যা ছিল ৪.৬ মিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার ৭.২ শতাংশ। কি"১৯৯৫ সালে ও ১৯৯৭ সালে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৫.৫ মিলিয়ন বা ১১ শতাংশ এবং ৬.৮ মিলিয়ন।	জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী ২০০০ সালে ও ২০১০ সালে পুর"ষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৮ মিলিয়ন ও ১২.৩ মিলিয়ন।	প্রায় ৭৯ শতাংশ প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে এবং ২১ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।
১০। বাংলাদেশ	বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যু-হারের অধোগতি এবং জীবন প্রত্যাশার উর্ধ্বগতির কারণে প্রবীণ জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে মানুষের গড় জীবন প্রত্যাশা ছিল ৫৭.৯ বছর, তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালে দাঁড়ায় ৬৬.৬ বছর।	বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক প্রবীণ লোকের সংখ্যা ছিল ৫.৭ মিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার ৫.৩৬ শতাংশ। অথচ ২০১০ সালে প্রবীণ লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮.৯ মিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার ৫.৭৮ শতাংশ।	জনসংখ্যার অভিক্ষেপ অনুযায়ী ২০২০ সালে প্রবীণদের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৩ মিলিয়ন এবং ২০৫০ সালে দাঁড়াবে ৪০ মিলিয়নের উপরে, যা হবে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৯ শতাংশ। ঐ সময়ে পুর"ষ ও মহিলা প্রবীণের আনুপাতিক হার হবে যথাক্রমে ৪৭.৪৩ শতাংশ ও ৫২.৫৬ শতাংশ।	প্রায় ৮২ শতাংশ প্রবীণ পলণ্টী অঞ্চলে এবং ২১ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।

উৎস: Asian Productivity Organization (2001).